মেক্সিকান মনীষা

[প্রবন্ধ]

মেক্সিকান মনীষা

বিশ্বখ্যাত মেক্সিকান লেখকদের প্রবন্ধ সংকলন

সম্পাদনা

রাজু আলাউদ্দিন

বেঙ্গলবুকস

উৎসর্গ

সেনর নরমান টমাস ডি জিওভানি
বিশ্বখ্যাত অনুবাদক

কৈ ফি য় ত

লাতিন আমেরিকার সাহিত্যের প্রতি বাঙালি সাহিত্যামোদীদের আগ্রহ আজকের নয়, অনেক দিনের। তিরিশের লেখকরাই বোধ হয় প্রথম ওই অঞ্চলের সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্যকে অনুবাদের মাধ্যমে বাংলাভাষী পাঠকদের নজরে নিয়ে আসেন। ভাবতে রোমাঞ্চ লাগে যে চিলির পাবলো নেরুদার সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিলো বিষ্ণু দের। ওক্তাবিও পাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে একাধিক বাঙালি লেখকের। নিশ্চয় বন্ধুত্বও আছে কারো কারো সাথে। কিন্তু এই সাক্ষাতের রোমাঞ্চটুকু ছাড়া সত্যিকার অর্থে লাতিন আমেরিকার সাহিত্যের সাথে আমাদের ব্যাপক যোগাযোগ আজও গড়ে ওঠেনি। অস্বীকার করবো না যে, গত দুই দশকে মার্কেস, কার্পেন্তিয়ের, বোর্হেস, রুলফো, পাস-এর লেখা নানা হাতে অনূদিত হয়েছে; এবং সেসব অনুবাদের মানকে একেবারে অগ্রাহ্য করাও যাবে না। তবু এ কথা তো ঠিক যে লাতিন আমেরিকার সাহিত্যের পরিচয় কেবল ঐটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়। আবার এটাও সত্য যে পূর্ণাঙ্গ পরিচয়টুকু তুলে ধরা যেমন শ্রমসাধ্য, তেমনি সময়সাপেক্ষও বটে। তবে একটু পরিকল্পনা করে এগুতে পারলে আমার মনে হয় এ কাজটা একেবারে অসম্ভব নয়।

ঠিক এরকম একটি পরিকল্পনা মাথায় নিয়েই আমরা 'মেক্সিকান মনীষা' সংকলনটি সাজানোর চেষ্টা করেছি। আমরা চাই, সাক্ষাৎ প্রকাশনা সংস্থা যেন দেশ বা ইস্যুভিত্তিক হয়ে ওঠে। আমরা কেন মেহিকো (প্রচলিত উচ্চারণ মেক্সিকো) দেশটির পাঁচজন লেখককে বেছে নিয়েছি তার একটা কৈফিয়ৎ দেয়া উচিত। লাতিন আমেরিকার সাহিত্যের গবেষক এবং আগ্রহী পাঠকরা ভালো করেই জানেন যে এ অঞ্চলের আধুনিক পর্বের সাহিত্যের মননশীলতার পথিকৃত হচ্ছেন আলফোনসো রেইয়েস। তাঁর পরবর্তী লেখকরা এ ক্ষেত্রে রেইয়েসের কাছে ঋণের কথা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকারও করেন। কিন্তু আমাদের কাছে তিনি ততটা পরিচিত নন, যতটা

পরিচিত হুয়ান রুলফো, ওক্তাবিও পাস কিংবা কার্লোস ফুয়েন্তেস। এছাড়া পাস কিংবা ফুয়েন্তেসের কবিতা, গল্প বা উপন্যাসের সাথে আমরা যতটা পরিচিত, তাঁদের প্রবন্ধের সাথে, অবশ্যই বাংলা অনুবাদে, আমরা ততটা পরিচিত নই। অথচ একটি ভাষা তার মননশীলতার দিক-নির্দেশনা প্রবন্ধের মাধ্যমে যতটা স্পষ্ট ও সহজভাবে পেতে পারে, গল্প, উপন্যাস কিংবা কবিতার মাধ্যমে ততটা পাওয়ার সুযোগ কম। গল্প, উপন্যাস কিংবা কবিতা মননশীলতা থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন কোনো মাধ্যম নয়। তবু এদের পুরোপুরি নির্ভরতা মননশীলতার ওপরে নয়। ফলে, মননশীলতার বৃহত্তর মানচিত্রটির খোঁজে আমাদেরকে সে জাতির প্রবন্ধের সম্ভারের দিকেই ফিরে তাকাতে হয়। তবে এটাও এই প্রসঙ্গে বলে রাখি যে সাক্ষাৎ প্রকাশন শুধু প্রবন্ধ সংকলনই করবে না, সৃষ্টিশীল রচনার দিকেও মনোনিবেশ করবে। কখনো কখনো সাক্ষাতের যাত্রা দ্বিপাক্ষিকও হবে। অর্থাৎ আমাদের বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টিশীল অংশেরও ইংরেজি অনুবাদের সংকলন প্রকাশ করা হবে। সন্দেহ নেই আমাদের পরিকল্পনা উচ্চাশী। কিন্তু এই উচ্চাশী পরিকল্পনাকে বাঁচিয়ে রাখার মূল শক্তি পাঠকদের আগ্রহ এবং উৎসাহ। আমাদের এই পরিকল্পনা ও আয়োজন আপনাদের আগ্রহ ও উৎসাহের অনুকূল হবে বলে আমরা আশা করি।

রাজু আলাউদ্দিন
গুলশান-২, ঢাকা
আগস্ট ১৯৯৭

বেঙ্গলবুকস সংস্করণের ভূমিকা

প্রায় ২৭ বছর আগে এই সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছিল। সেটিই আবার পুনঃপ্রকাশে এত দীর্ঘ সময় নেয়ার মূল কারণ অন্যান্য কাজে আমার লিপ্ততা, এবং অংশত আলস্য। এছাড়া, নিজেরই পুরনো বই প্রকাশে আমার ঔদাসীন্যও আরেকটি কারণ। যা-লিখেছি তা নয়, বরং যা লিখব বলে ভাবছি, সেটাতেই আমার আগ্রহ বেশি। তারপরও কখনও কখনও আমার সেই ঔদাসীন্য ক্ষুণ্ন হয়েছে বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষী পাঠকদের আগ্রহের সৌজন্যে। এই বইয়ের পুনঃপ্রকাশ সেই আগ্রহেরই ফল।

নতুন সংস্করণ মানেই নতুন কিছু, তাই এই সংস্করণে যুক্ত হয়েছে পাঁচটি নতুন প্রবন্ধ : দুটি ওক্তাবিও পাসের, আর তিনটি কার্লোস ফুয়েন্তেসের। নতুন সংস্করণে যুক্ত হতে পারত মেক্সিকোর আরও নবীন ও প্রবীণ কয়েকজন লেখক। কিন্তু সময়ের সাথে অন্যসব কাজকে পাল্লা দিয়ে চলতে হচ্ছে বলে এটি আর সম্ভব হলো না।

প্রথম সংস্করণে বইটির নাম রাখা হয়েছিল 'মেহিকান মনীষা'। এই সংস্করণে প্রচলিত উচ্চারণে 'মেক্সিকান মনীষা' করা হয়েছে। আগের সংস্করণে এর সঠিক উচ্চারণে 'মেহিকানো মনীষা' রাখলে সঠিক হতো। কিন্তু পাঠকরা এতে আরও বেশি বিভ্রান্ত হয়ে যেতে পারেন ভেবে 'মেহিকান মনীষা' রাখা হয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে অন্তত প্রচলিত উচ্চারণে মেক্সিকান রাখাটাই সঙ্গত হবে, যাতে করে পাঠক বিভ্রান্ত না হন।

আগেও বলেছি, লাতিন আমেরিকার কথাসাহিত্য বা কবিতার প্রতি আমাদের লেখক অনুবাদকদের (পাঠকদেরও কি?) যতটা মনোযোগ, ততটা নেই ওখানকার প্রবন্ধসম্ভারের দিকে। কিন্তু তাঁদেরও যে প্রবন্ধে রয়েছে একেবারেই স্বতন্ত্র স্বর, ভিন্ন এক দৃষ্টিকোণ, সর্বোপরি বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে দেখার এক সামগ্রিকতা বোধ যা ইউরোপীয় ধারা থেকে

আলাদা। তাঁদের এই আলাদা পরিচয়ের গুরুত্ব আমাদের কাছে স্পষ্টভাবে ধরা পড়লে আমাদের লেখক-পাঠকরা লাভবান হবেন বলেই এই সংকলনটি করা হয়েছি। দেশভিত্তিক এই সংকলনটি যখন করা হয়েছিল, তখনও পর্যন্ত এরকম কোনো গ্রন্থ বাংলা ভাষায় ছিল না। এমনকি লাতিন আমেরিকান প্রবন্ধের কোনো সংকলন আজও পর্যন্ত চোখে পড়েনি। সেই দিক থেকে এই সংকলনটিই প্রথম এবং এখনও পর্যন্ত নিঃসঙ্গ। নিঃসঙ্গতার ২৭ বছর পেরিয়ে আবারও যে এটি প্রকাশিত হতে পারল, তার জন্য বেঙ্গলবুকস-এর মহাব্যবস্থাপক লেখক ও চিত্রশিল্পী আজহার ফরহাদের সহৃদয় আগ্রহ প্রধান কারণ। বইটির ভাষিক সুশৃঙ্খলাসহ অন্যান্য তত্ত্বাবধানে কবি ও গল্পকার আরিফুল হাসানের সহযোগিতা বিশেষভাবে উল্লেখ করা উচিত। মেক্সিকান লেখকদের মননের হদিস রাখার ব্যাপারে যাদের আগ্রহ আছে তাদের কাছে বইটি পাঠকপ্রিয় হলে আমাদের সম্মিলিত শ্রম সার্থক হবে।

রাজু আলাউদ্দিন
বসুন্ধরা, ঢাকা
জুলাই ২০২৪

সূ চি

আলফোনসো রেইয়েস

কোলোন ও আমেরিগো ভেসপুচি ▪ ভাষান্তর : **এম. মহসীন** ১৫
আমেরিকান মনন নিয়ে ভাবনা ▪ ভাষান্তর : **সঞ্জীব চৌধুরী** ২০

হুয়ান রুলফো

'পেদ্রো পারামো' সম্পর্কে আমার ভাবনা ▪ ভাষান্তর : **রাজু আলাউদ্দিন** ২৯

ওক্তাবিও পাস

আলফোনসো রেইয়েস : হাওয়ার অশ্বারোহী
▪ ভাষান্তর : **রফিক-উম-মুনীর চৌধুরী** ৩৩
সাহিত্যের নব মোহান্তেরা ▪ ভাষান্তর : **আলম খোরশেদ** ৪৫
সমালোচনা প্রসঙ্গে ▪ ভাষান্তর : **রাজু আলাউদ্দিন** ৪৭
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাণ্ডুলিপি ▪ ভাষান্তর : **রাজু আলাউদ্দিন** ৫৩
সময়ের গোলকধাঁধায় ▪ ভাষান্তর : **কামরুল হাসান** ৫৮

কার্লোস ফুয়েন্তেস

মেক্সিকো আবিষ্কার ▪ ভাষান্তর : **জুলফিকার হায়দার** ৭৩
লাতিন আমেরিকা ও উপন্যাসের সর্বজনীনতা ▪ ভাষান্তর : **শিবব্রত বর্মন** ৯২
হুলিও কোর্তাসার উপন্যাসের সিমোন বোলিভার
▪ ভাষান্তর : **রফিক-উম-মুনীর চৌধুরী** ১০৬
বুম থেকে বুমেরাং ▪ ভাষান্তর : **মশিউল আলম** ১১৩
কাজে নিমগ্ন বোর্হেস ▪ ভাষান্তর : **খালিকুজ্জামান ইলিয়াস** ১১৮
কালের দুর্দৈব ▪ ভাষান্তর : **খালিকুজ্জামান ইলিয়াস** ১৪৬
কাফকা ▪ ভাষান্তর : **মোস্তাক শরীফ** ১৬৯
মৃত্যু ▪ ভাষান্তর : **আবদুস সেলিম** ১৭৪

লেয়োপোল্‌দো সেয়া

একটি সংস্কৃতির উদ্ভাবন ▪ ভাষান্তর : **আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু** ১৮১

আলফোনসো রেইয়েস
ALFONSO REYES

শুধু মেক্সিকান সাহিত্যেই নয়, গোটা লাতিন আমেরিকান গদ্যসাহিত্যেই আলফোনসো রেইয়েস এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। আধুনিক লাতিন আমেরিকান সাহিত্যের প্রথম প্রজন্মের প্রধান গদ্যশিল্পী তিনি। রেইয়েস ছিলেন একাধারে কবি, কথাসাহিত্যিক, অনুবাদক, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক এবং কূটনীতিবিদ।

রেইয়েস-এর জন্ম মেক্সিকোর নুয়েবো লেয়ন-এর মোন্তেররেইতে ১৮৮৯ সালের মে মাসের ১৭ তারিখে। মারা যান মেক্সিকোতে ১৯৫৬ সালের ১২ ডিসেম্বরে। মেক্সিকো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯১৩ সালে ল ডিগ্রি লাভ করেন। শিক্ষকতা ছাড়াও মেক্সিকো সরকারের বিভিন্ন উচ্চপদে কাজ করেছেন। আর্হেন্তিনা ও ব্রাজিলে বেশ কয়েক বছর মেক্সিকোর রাষ্ট্রদূত হিসেবে কাজ করেছেন। সাহিত্যকৃতির জন্য মেক্সিকোর সর্বোচ্চ সম্মান ন্যাশনাল প্রাইজ ইন লিটারেচার-এ ভূষিত হন।

রেইয়েস-এর সাহিত্যিক জীবনের শুরু ১৯১১ সালে Cuestiones esteticas নামের একটি প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশের মাধ্যমে। এই বইটি যখন প্রকাশিত হয় তখনও তিনি ছাত্র। প্রাবন্ধিক আন্তোনিও কাস্ত্রো লেয়াল-এর ভাষায় অসাধারণ এই বহুমুখী প্রতিভা এরপরে কিছুদিনের জন্য শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন। পরে তিনি কূটনীতিবিদ হিসেবে তার পেশাজীবন শুরু করেন। এই সময়ই গুরুত্বপূর্ণ পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি লিখতে শুরু করেন স্প্যানিশ সাহিত্যের অসাধারণ প্রবন্ধগুলো। ১৯১৭ সালে vesion de anahuac (ইংরেজি অনুবাদে The position of America) প্রকাশিত হয়। এই বইটিতে রেইয়েস আজতেকদের সময়কাল থেকে শুরু করে মেক্সিকোর তাবৎ ইতিহাসের এক কাব্যময় ভাষ্য উপস্থাপন করেন। বইটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেশি-বিদেশি লেখক-সমালোচকরা রেইয়েসকে ব্যাপকভাবে অভিনন্দিত করেন তার দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিকত্বের প্রশংসা করে।

এরপর ১৯২৪ সালে বের হয় তার বিখ্যাত Iygenia cruel নাটকটি। এই নাটকের চরিত্র ধ্রুপদি গ্রিক সাহিত্যের হলেও রেইয়েসের প্রতিভার স্পর্শে তা

মেক্সিকোর ইতিহাসের জীবন্ত চরিত্র হয়ে উঠেছে। ওক্তাবিও পাস এই নাটকটি সম্পর্কে বলেছেন যে, 'এটি আধুনিক স্প্যানিশ-আমেরিকান কাব্যজগতে সবচে' পূর্ণাঙ্গ এবং যথাযথ রচনাগুলোর একটি।'

রেইয়েস কবিতায় নানান বিষয় এবং প্রকরণের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। ১৯২২ সালে প্রকাশিত *Huellas* গ্রন্থে তুলে ধরেছেন তিনি অসাধারণ ভাষিক দক্ষতা ও বহুমুখীনতাকে। সাহিত্যের নানান মাধ্যমে কাজ করলেও বিদেশি পাঠকদের কাছে তিনি বেশি পরিচিত তার গভীর মননশীল প্রবন্ধগুলোর জন্য। স্প্যানিশ সাহিত্যের বিখ্যাত সমালোচক এনরিকে এনডারসন-ইমবার্ট-এর ভাষায় : 'সাম্প্রতিক স্প্যানিশ সাহিত্যে রেইয়েস নিঃসন্দেহে সূক্ষ্মতম, সবচে' উজ্জ্বল, বহুমুখী, রুচিশীল এবং গভীর অনুভূতিসম্পন্ন প্রাবন্ধিক।' অনূদিত লেখা দুটি অর্থাৎ 'মনন নিয়ে ভাবনা' প্রবন্ধটি রেইয়েসের ইংরেজিতে অনূদিত *The position of America and other essays* গ্রন্থের *Thoughts on the American mind* প্রবন্ধটির অনুবাদ আর 'কোলোন ও আমেরিগো ভেসপুচি' প্রবন্ধটিও ঐ একই গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে। দুটোরই ইংরেজি অনুবাদক হচ্ছেন ফেদেরিকো দে ওনিস।

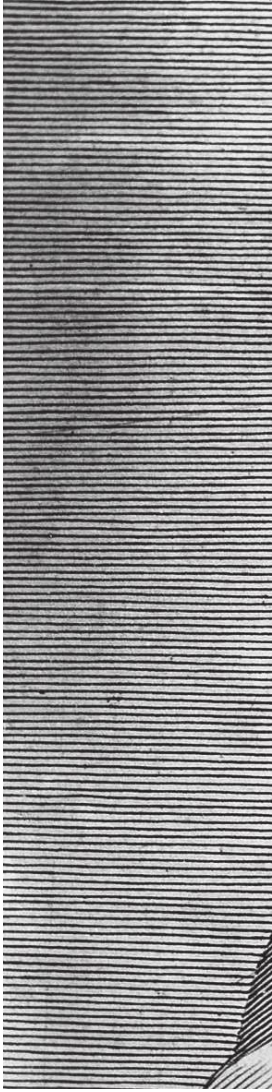

আমেরিগো ভেসপুচি, ইতালীয় অভিযাত্রী ও মানচিত্রকার

কোলোন* ও আমেরিগো ভেসপুচি

আমেরিগো ভেসপুচির উত্থান-পতনময় জীবন মাত্র কয়েকটি মোটা দাগে আমাদের চেনা। পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে তিনি ফ্লোরেন্সে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫১২ সালের ফেব্রুয়ারিতে সেভিলে মৃত্যুবরণ করেন। নোটারির

ছেলে ভেসপুচি চাচার অভিভাবকত্বে একজন মাঝারি গোছের ছাত্রই ছিলেন, তবে গণিত, কসমোগ্রাফি এবং বাণিজ্য বিষয়ে ছিলেন ব্যতিক্রম। স্পেনীয় বণিকদের সাথে কারবার করেন এবং সবশেষে স্পেনে চলে যান। সেখানে নব আবিষ্কৃত ভূখণ্ডে যাবার জন্য জাহাজ ভাড়া করত যারা, সেভিলের সেইসব জাহাজ কোম্পানির দালালদের সাথে কাজ করেন। বোধ হয় তিনি এক কি দু'বার ইন্ডিজে যান এবং পরে, পর্তুগালের দোম মানুয়েলের চাকুরে হিসেবে তৃতীয় এবং সবচেয়ে বিখ্যাত ভ্রমণটি করেন। তার চতুর্থ অভিযানটি ব্যর্থতার মধ্য দিয়েই শেষ হয়েছে, যে অভিযানের মাধ্যমে তিনি নতুন পৃথিবীর দক্ষিণ দিক দিয়ে ঘুরে এশিয়ায় যাবার চেষ্টা করেন।

এরপর, দোম মানুয়েলের অনুগ্রহ থেকে সম্ভবত বঞ্চিত হয়ে তিনি এমন এক সময়ে স্পেনীয় রাজন্যবর্গের সাহায্য প্রার্থনা করেন, যখন জাহাজ নির্মাতা ক্রিস্তোবাল দে আরো, জ্যোতির্বেত্তা রুই-ফালেরো এবং বিখ্যাত মাগেইয়ানও তা করছিলেন এবং পর্তুগাল ত্যাগ করছিলেন। সেই মুহূর্তে কোলোনের অবস্থা খুব একটা ভালো যাচ্ছিল না। কোলোন দরবারে তার পক্ষে সমর্থন আদায় করতে ভেসপুচিকে ধরেন। তোরোতে, নতুন পৃথিবীর দক্ষিণ-পশ্চিম দিক ঘুরে অভিযানে যাবার তার পুরনো পরিকল্পনার পক্ষে রাজকীয় অনুমোদন নিশ্চিত করতে ভেসপুচি সমর্থ হন এবং বিসেতে ইয়ানেস পিনসোন-এর সাথে দীর্ঘ প্রস্তুতির কাজ শুরু করেন। সেভিলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পর ভেসপুচি বিয়ে করেন মারিয়া সেরেমোকে এবং একজন আপাদমস্তক স্পেনীয় বনে যান। প্রস্তুতি এগিয়ে চলে, কিন্তু পর্তুগিজ দাবি তার উদ্যোগে বাধা সৃষ্টি করে—যে দাবির ভিত্তি ছিল পোপ ষষ্ঠ আলেক্সান্ডারের অনুশাসন। তবে ধারণা করা হয় তিনি অন্য চারটি অভিযানে বেরিয়েছিলেন, যেগুলোর দুটি ছিল খুবই অনিশ্চিত (Dubious) এবং অন্য দুটি অস্বাভাবিক (Preposterous)। পরবর্তীকালে সেভিলের ক্লিয়ারিং হাউসের মাস্টার পাইলটের পদে যোগ দেন তিনি, যে পদটি বিশেষ করে তার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছিল। সেখানেই, সমুদ্রবন্দরে নৌ-চালনা বিভাগের একজন কর্তাব্যক্তি হিসেবে জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত জাহাজের তত্ত্ব তালাশে মগ্ন ছিলেন তিনি। এবার বিখ্যাত আবিষ্কারটির অংশীদার অপরাপর ইতালীয় অভিযানগুলোকে আরেকটু গভীরভাবে তলিয়ে দেখা যাক।

১৪৯৭ সনে ভেসপুচি যখন তার প্রথম অভিযানটিতে বের হন, কোলোন তখনও মেক্সিকো উপসাগরে প্রবেশ করেননি এবং অ্যান্টিলেসই ছিল তখন পর্যন্ত

আমেরিকার একমাত্র চেনা অংশ। ভেসপুচি যার সদস্য ছিলেন সেই অভিযানটি হন্ডুরাস উপসাগর দিয়ে প্রবেশ করে, ইউকাতান উপদ্বীপ প্রদক্ষিণ করে এবং ফ্লোরিডামুখী মেক্সিকান উপকূলে উপনীত হয়, কিংবা সম্ভবত এটি জর্জিয়া পর্যন্ত অগ্রসর হয়। ফলে তিন বছর ধরে ফাউন্টেন অব ইয়ুথ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হুয়ান পঞ্চে দে লেয়া কয়েক বছর পর দ্বিতীয়বারের মতো ফ্লোরিডা আবিষ্কারের মুখোমুখি হন। দু'বছর পর ভেসপুচি আলোনসো দে ওহেদার অভিযানের পাইলট হিসেবে সমুদ্রে বেরিয়ে পড়েন। ব্রাজিলের সান রোক্ অন্তরীপে পৌঁছার পর তারা উপকূল ধরে বেনেসুয়েলা উপসাগর পর্যন্ত এগিয়ে যান, তবে ভেসপুচির জন্য খ্যাতি অপেক্ষা করছিল তার তৃতীয় অভিযানে, যেটিতে তিনি দক্ষিণে সান রোক্ থেকে শুরু করে, পুরো তোদোস সান্তোস উপসাগর হয়ে এবং সম্ভবত রিও দে হেনেইরোর আদি অবস্থান ঘুরে একেবারে প্লেট (plate)-এর মুখ পর্যন্ত ব্রাজিলের পুরো উপকূল পরিভ্রমণ করেন।

তিনি দক্ষিণে যাত্রা অব্যাহত রাখেন এবং কুমেরু অঞ্চলের এমন এক জায়গায় পৌঁছান যা শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি এবং সেখান থেকে ঘুরে আফ্রিকার দিকে চলে যান। এই ভ্রমণের ফলে ভেসপুচি নিশ্চিত হয়ে যান যে এই নতুন ভূখণ্ডগুলো এশীয় ভূখণ্ড হতে পারে না, আর তখনই নতুন মহাদেশের দক্ষিণের পথ ঘুরে এশিয়ায় পৌঁছানোর ধারণাটি তার মাথায় আসে। তবে এটা হতে পারে এই কারণে যে, তিনি সবসময় মনে করতেন দক্ষিণ আমেরিকার ভূখণ্ড প্লেট (Plate)-এর মুখে এসে শেষ হয়েছে। তাই তার চতুর্থ অভিযানে তিনি দক্ষিণ-পশ্চিম মোলাক্কাস নামের সে সময়ের অনিশ্চিত ঠিকানার এশীয় অঞ্চল অভিমুখে পথ খুঁজে নেয়ার উদ্যোগ নেন। এই নতুন ভূখণ্ডগুলো যে এশীয় নয়, এই বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে অন্যরাও একইভাবে আরো উত্তরের সম্ভাব্য কোনো প্রণালী দিয়ে মোলাক্কাস যাবার রাস্তা খোঁজেন। নতুন ভূখণ্ডগুলোকে এশীয় ভূখণ্ড ভেবেই কোলোন গাঙ্গেয় সমতট অভিমুখে পথের তালাশ করছিলেন। ভেসপুচি তা করেননি। তিনি যে পরিকল্পনাটি লালন করেছেন, বিশ বছর পর মাগেইয়ান সেটিকে বাস্তবায়িত করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি তার কাপ্তেনের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যান এবং এর আগে যে ব্রাজিলে এসে তিনি পরিচিতি পেয়েছিলেন, সেই ব্রাজিলের উপকূলগুলো চষে বেড়ানোর পর জাহাজে মূল্যবান কাঠ বোঝাই করে লিসবনে ফিরে যান। এই সংক্ষিপ্ত বিবরণে তার অন্য অভিযানগুলো খুব একটা উল্লেখযোগ্য নয়।

ভেসপুচির অন্তত কয়েকটি ভ্রমণ যে কাল্পনিক, তা প্রমাণেই যেন

সংশোধনের ধারণা থেকে ক্যাথলিক রাজাদের নথিপত্রে এই দেশগুলোকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ নামে ডাকা শুরু হয়। আলংকারিক মূল্যের বাইরে অন্য কোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই এগুলোকে নতুন পৃথিবী নামে ডাকার একটা অভ্যাস কোলোনের ছিল, এটা যে আসলেই এক নতুন পৃথিবী—এই ধারণা তার সমকালীন ভূগোলবেত্তারা ধীরে ধীরে মেনে নিতে শুরু করেন। আবিষ্কৃত দ্বীপগুলো ছিল আফ্রিকার খুব কাছাকাছি, ওগুলো এশীয় ভূখণ্ড হতে পারে না, এমনকি পারে না প্রাকৃতিক ও সামাজিক দিক থেকে এশিয়াতুল্য অ্যান্টিলিস হতেও।

ভেসপুচি কসমোগ্রাফি ঠিক কতটা জানতেন তা আমাদের জানা না থাকলেও এটা বলা যায় যে, তিনি তা কোলোনের চেয়ে বেশিই জানতেন। ভেসপুচি তার পথগুলো চিনতেন। সুমেরু ও কুমেরু অঞ্চল এবং ড্যারিয়েনের কোল ছাড়া তার পূর্বসূরীদের তুলনায় আমেরিকা উপকূল ধরে বেশি পথ অতিক্রম করেছেন ভেসপুচি, তার এই ভ্রমণগুলোই আমেরিকার মহাদেশীয় বৈশিষ্ট্যকে করেছে প্রতিষ্ঠিত। মাগেইয়ান তার অনুসারী না হলেও তিনিই পথের দিশা দিয়েছেন। এ কারণেই সমকালীন মানচিত্রবিদ্যায় তার অবদান কোলোনের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কোলোনের তুলনায় বেশি উদ্যোগী হলেও ভেসপুচির দক্ষতা একজন সংগঠক হিসেবে তুলনামূলকভাবে কম ছিল। একটি অভিযানেও তিনি নেতৃত্ব দেননি, এমনকি দক্ষিণের পথে আমেরিকাকে প্রদক্ষিণ করতে চেয়েও ব্যর্থ হয়েছেন। কিন্তু শৌর্যের চেয়ে বিচক্ষণতার মন্ত্রে উজ্জীবিত এই বিনম্র লোকটির ছিল বৈজ্ঞানিক বিবেচনা আর সহজাত বর্ণনাভঙ্গি, যা তার ভ্রমণগুলোর মতোই প্রাণবন্ত *(Relations* তার কলম থেকেই বেরিয়েছে—এ কথা ধরে নিয়ে)। নতুন মহাদেশের সাথে ঘটনাক্রমে তার নামটি যুক্ত হলেও, তা দেখার জন্য বেঁচে ছিলেন না তিনি। কোলোন এবং ভেসপুচির মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেশকালের এক ভ্রান্তি, ভাগ্যের পরিহাস। এ কথা মনে রাখতে হবে যে, এই দু'জন মানুষের মধ্যে খুবই অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল এবং মাস্টার পাইলটকে (ভেসপুচি) তার অতি শ্রদ্ধাভাজন এবং 'চমৎকার এক মানুষ' মনে করতেন এডমিরাল (কোলোন)। দেশ-কালের এই ভ্রান্তিকে ফার্দিনান্দ কোলোন বোধ হয় মনে রেখেই এবং বিখ্যাত *Relations*-এর কথা জেনেও একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি ভেসপুচির বিরুদ্ধে।

* কোলোন—ক্রিস্টোফার কলম্বাসের মেক্সিকান উচ্চারণ

ভাষান্তর : এম. মহসীন

আমেরিকান মনন নিয়ে ভাবনা

আমার পর্যবেক্ষণ লাতিন আমেরিকা নামে পরিচিত এলাকায় সীমাবদ্ধ। সংক্ষেপ করতে গিয়ে আমাকে অসম্পূর্ণ, অযথার্থ এবং ক্ষেত্র বিশেষে পরিহাসের মতো অতিরঞ্জিত হতে হয়েছে। সব সমস্যা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি না করে এ ব্যাপারে আলোচনাকে চাঙা করাই হচ্ছে আমার কাজ। এসবের সমাধান বাতলানো আমার কর্ম নয়। আমার অনুভূতি হচ্ছে আমেরিকাকে পটভূমি হিসেবে ব্যবহার করে আমি শুধু কয়েকটি সুনির্দিষ্ট বিশ্বজনীন বিষয়ের অবতারণা করছি।

আমেরিকার সভ্যতা নিয়ে আলোচনার স্থান এটা নয়। তা আমাদেরকে আমাদের বিষয়ের বাইরে নৃ-তত্ত্বের ক্ষেত্রে নিয়ে যাবে। আমেরিকার সংস্কৃতি নিয়ে কথা বলা হবে বিভ্রান্তিজনক। এতে করে আমরা শুধু ইউরোপ নামের বৃক্ষের একটিমাত্র শাখা নিয়ে আলোচনার সুযোগ পাব, যে শাখাটি আমেরিকার মাটিতে এনে রোপণ করা হয়েছিল। তবে আমরা আমেরিকার মন, জীবনের প্রতি এর দৃষ্টি এবং জীবন সম্পর্কে এর প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করতে পারি। এতে করে আমরা কিছুটা অনুমাননির্ভরভাবে হলেও আমেরিকার বিশেষ ধরনের নৈতিকতাকে সংজ্ঞায়িত করতে পারব।

আমাদের নাটকের একটা মঞ্চ আছে, আছে এক গায়ক দল আর আছে প্রধান এক চরিত্র। মঞ্চ বলতে আমি এখানে স্থান নয় বরং সময়কে বোঝাচ্ছি। এই সময় বা কাল শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সাংগীতিক নিরিখে, একটা স্পন্দন, একটা ছন্দ বোঝাতে। ইউরোপীয় সভ্যতার ভোজন উৎসবে আমেরিকা দেরিতে যোগ দিয়েছিল। তাকে বিভিন্ন যুগের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করতে হয়েছে, তাড়াহুড়া করে দ্রুত যেতে হয়েছে এক ধরন থেকে অন্যটায়, ফলে কোনোটাই পুরোপুরি পরিপক্ব হওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় পায়নি। কোনো কোনো সময় এত বিশাল ব্যবধানকে জোড়া লাগাতে হয়েছে যে, এর ফলাফলকে মনে হতো এমন একটি চিনামাটির থালার মতো, যেটি তৈরি হওয়ার আগেই আগুন থেকে সরিয়ে নেয়া

হয়েছে। ঐতিহ্যের নিপীড়ক বোঝা এখানে অনেকটা হাল্কা এবং সেটাই আমাদের ঔদ্ধত্য। তবে আমরা এখনো জানি না, ইউরোপীয় ছন্দই—যেটাকে আমরা দৌড়ে ধরার চেষ্টা করছি, কারণ স্বাভাবিক গতিতে তার কাছে পৌঁছা সম্ভব নয়—একমাত্র সম্ভাব্য ঐতিহাসিক গতিময়তা কি না? কেউ এখনো প্রমাণ করতে পারেনি যে, সুনির্দিষ্টভাবে এই প্রক্রিয়ার গতি বাড়ানোর মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকতা রয়েছে। এটাই আমাদের ইতিহাস, আমাদের রাজনীতি এবং আমাদের জীবনযাত্রার গোপন কথা, যার সাংকেতিক নাম হচ্ছে তাৎক্ষণিকতা।

গায়ক দল—আমেরিকার অধিবাসীগণ—যোগাড় করা হয়েছে প্রধানত প্রাচীন আদিবাসী জনগোষ্ঠী, আইবেরীয় দখলদার, মিশনারি বসতি স্থাপনকারী এবং পরবর্তীকালে ইউরোপের সকল অংশ হতে আগত অভিবাসীদের জনস্রোত থেকে। সেখানে আছে জাতিগত সংঘর্ষ, আছে গ্রহণ ও আত্মীকরণের চেষ্টা। অঞ্চলভেদে যাদের প্রাধান্য দেখা যায় তারা হচ্ছে—ইন্ডিয়ান, আইবেরিয়ান, মেস্তিসোদের আলোকিত আভা, শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয় অভিবাসীগণ এবং পুরনো ঔপনিবেশিক প্রশাসন কর্তৃক গত শতাব্দীতে আমাদের তটভূমিতে নিয়ে আসা আফ্রিকার অধিবাসীগণ। মাত্রার প্রতিটি ঝংকার এখানে উপস্থিত। আমেরিকার চিরফুটন্ত দ্রবণপাত্রে এসব বিচিত্র উপাদান ধীরে ধীরে গলে গিয়ে আজ ইতোমধ্যে এক বিশিষ্ট আমেরিকান মানবজাতিতে, আমেরিকান চেতনায় পরিণত হয়েছে।

আমাদের কাহিনিতে প্রধান চরিত্র বা অভিনেতা হচ্ছে মনন। একাধিক উভয় সংকটের মোকাবেলা করতে হয়েছে। স্পেনীয়দের বিজয়ের ৫০ বছর পর—অর্থাৎ প্রথম প্রজন্মের কালে—আমরা মেক্সিকোতে এক ধরনের আমেরিকান মানসিকতার সন্ধান পাই। নতুন পারিপার্শ্বিকতা, নতুন আর্থিক সংগঠন, ইন্ডিয়ানদের স্পর্শকাতরতার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন, আগে আসার ফলে সৃষ্ট অধিকারবোধ ইত্যাদির প্রভাবে মেক্সিকোর স্পেনিয়ার্ডদের মধ্যে এমন এক ঔপনিবেশিক আভিজাত্যবোধ গড়ে ওঠে, যা পরে আসা স্পেনিয়ার্ডদের নব্যধনী মানসিকতার সঙ্গে কোনোমতেই খাপ খায় না। হরেকরকমের রচনায় এর প্রচুর প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। সে সময়কার ব্যঙ্গাত্মক লোক-কবিতা থেকে শুরু করে হুয়ান দে কার্দেনাসের মতো স্পেনীয় চিন্তাবিদের চুলচেরা বিশ্লেষণেও এসব বিষয় বিধৃত আছে। সাহিত্য সমালোচনায় এই লক্ষণের ওপর বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। মেক্সিকোর নাট্যকার দোন হুয়ান রুইস দে আলারকন তার কর্নেইয়ে নাটক এবং এর মলিয়ের চরিত্রের মাধ্যমে আধুনিক ফরাসি

থিয়েটারে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেন। আমি মেক্সিকোর সঙ্গে অনেক বেশি অন্তরঙ্গ এবং এ সম্পর্কে অনেক বেশি জানি বিধায় মেক্সিকো সম্পর্কে আমি যা বলছি তা কমবেশি আমেরিকার বাকি অংশ সম্পর্কেও বলা যায়। এই প্রাথমিক অসংগতির মধ্যে আমেরিকার স্বাধীনতার দীর্ঘ প্রত্যাশার প্রথম বীজ নিহিত ছিল।

দ্বিতীয় উভয় সংকট : স্বাধীনতা অর্জনের পরপরই আমেরিকাপন্থি ও হিস্পানীয়দের মধ্যে, যারা নতুন বাস্তবতার ওপর জোর দিচ্ছিল এবং যারা ফাঁকা ঐতিহ্যকে আঁকড়ে রাখতে চাচ্ছিল তাদের মধ্যে অনিবার্য সংঘাত দেখা দেয়। সারমিয়েন্তো সবার আগে একজন আমেরিকাপন্থি; বেইয়ো অপরদিকে হিস্পানীয়। মেক্সিকোতে তখনো ইন্ডিয়ান ইগনাসিও রামিরেস এবং স্পেনীয় এমিলিও কাস্তেলারের মধ্যকার বিরোধের স্মৃতি বিদ্যমান। অনুরূপ মতভেদ থেকে এ বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল। এই রাজনৈতিক বিতর্ক প্রায়ই উদারনৈতিক ও রক্ষণশীলদের মধ্যে দ্বৈরথযুদ্ধে রূপ নেয়। স্বাধীনতা তখন সবেমাত্র অর্জিত হয়েছে; পিতা বা পুত্রের প্রজন্মের কেউই জানতেন না এর প্রতি একটা যুক্তিগ্রাহ্য মনোভাব কেমন করে গড়ে তুলতে হবে।

তৃতীয় উভয় সংকট : আমাদের একটা মেরু ইউরোপে, অন্যটা যুক্তরাষ্ট্রে। আমরা দুটো থেকেই অনুপ্রেরণা পাই। আমাদের অবাস্তব সংবিধানে ফ্রান্সের রাজনৈতিক দর্শনকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের অধীন ফেডারেল ব্যবস্থার সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা হয়েছে। ইউরোপের বিপদ সংকেত এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিপদ সংকেত আমাদেরকে একইসঙ্গে উদ্বিগ্ন করে তোলে। ব্যাপক অর্থে আমাদের আমেরিকার মনন (এর এবং অপর আমেরিকার আরো বাছাই করা চেতনাসমূহের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাকে অস্বীকার না করেই) মনে হয় ইউরোপের মধ্যে তার নিজস্ব অনুভূতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে মানবিক সমস্যাবলির আরো সর্বজনীন মৌলিক দৃষ্টির সন্ধান পায়। ঐতিহাসিক বিচ্যুতিসমূহ বাদ দিলে, এখানে উল্লেখ না করলেও চলে যে, সৌভাগ্যক্রমে আমরা জাতিগত পার্থক্যের প্রবণতার প্রতি সহানুভূতিশীল নই। শুধু অ্যাংলো-সেক্সনদের কথা ধরতে গেলে, আমরা এমন স্বাভাবিক পন্থা পছন্দ করি যাতে চেস্টারটন বা জর্জ বার্নার্ড শ'র মতো মানুষ সকল পরিবেশের লোকজনকে মানবজাতির সম-অংশীদার মনে করেন। যেকোনো ধরনের জনগোষ্ঠীর প্রতি বিশেষ কৌতূহল বা অতি-আগ্রহের উত্তেজনা আমাদের অপছন্দ; কারণ এটা সত্যিকার নৈতিক সহানুভূতির ভিত্তি হতে পারে না।

আমাদের আমেরিকার প্রথম শিক্ষাগুরু ছিলেন সিংহহৃদয়-মেষের মতো

মূল্যবোধসমূহের এই ওলটপালটকালে, যা যা আমাদের সবাইকে প্রভাবিত করেছে এবং যা আমাদের সকলের, বিশেষ করে মেধার প্রয়োগ দাবি করে (যদি না আমরা মনে করি যে অজ্ঞতা ও হতাশা মানবজাতির ভবিষ্যৎকে আচ্ছন্ন করুক)।

আমেরিকার মনন মুক্তবায়ুতে অধিকতর অভ্যস্ত। আমাদের গজদন্তমিনার নেই এবং আমাদের মধ্যে তার জন্য কোনো স্থানও নেই। সুবিধা ও অসুবিধার মধ্যে বেছে নেয়ার এই নতুন সঠিক অবস্থা অবশ্য এক সংশ্লেষণের, এক গতিসমতার কথা বলে যা নিজেদের এক বিশেষ ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক উপলব্ধিজাত সৃষ্টিকর্মে নিয়োজিত রাখে এবং এটাকে জনসেবা ও সভ্যতার প্রতি দায়িত্ব পালন বলে মনে করে। স্বাভাবিক কারণে এবং সৌভাগ্যক্রমে এতে বিরতির সম্ভাবনা, শুদ্ধ সাহিত্যিক পথভিন্নতার বিলাসিতা তিরোহিত হয়নি। এটা এমন এক ঝরনা যাতে যখন সম্ভব অবগাহন করা সংশ্লিষ্ট সকলের জন্যই ভালো। পক্ষান্তরে, ইউরোপের এই বিরতি ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। ইউরোপীয় লেখকের জন্ম হয় আইফেল টাওয়ারের চূড়ায়। সামান্য চেষ্টাতেই একলাফে তিনি বুদ্ধিজীবীর উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন হয়ে যান। আমেরিকার লেখকের জন্ম হয় অনন্ত আগুনের অন্দরমহলে। অক্লান্ত চেষ্টায়—এ ক্ষেত্রে প্রায়ই প্রতিভার আনুকূল্য তার সহায়ক হয়—তিনি কোনোমতে পৃথিবীর আলো দেখতে পান। এটা ওটার চাপে মাঝারি মানের আমেরিকানদের চাপে লুকায়িত আমার ইউরোপের সতীর্থরা সেখানে প্রায়ই বিভিন্ন গুণের এমন এক মজুত গড়ে তোলেন, যা সত্যিই আপনাদের দৃষ্টি ও আগ্রহের দাবি রাখে। আপনি খুশি হলে তাকে এমন এক পেশার দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করুন, যা গুইয়াউ এবং আমাদের নিজেদের হোসে এনরিকে রোদোর ভাষায় অন্য সকলের উর্ধ্বে : তা হচ্ছে মানুষ হবার পেশা। এভাবে দেখলে, বিজ্ঞানের বিচ্ছিন্ন অভিযাত্রা এক মিলিমিটার এদিক ওদিক হলেও তা আর পারিপার্শ্বিকতার স্বার্থ হারানোর বিপদ থাকে না, যে বিপদের পরিণতি সম্পর্কে জুল রোমাঁ চমৎকারভাবে লিখে গেছেন।

আমেরিকান এই অদ্ভুত দৃষ্টিকোণ থেকে ইউরোপের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদেরও কোনো আশংকা নেই। বিপরীতপক্ষে আমার ধারণা হচ্ছে, মার্কিন মনন সর্বোচ্চ সম্পূরক দায়িত্ব পালনের জন্য আমন্ত্রিত আর তা হচ্ছে প্রয়োজন হলে সংশ্লেষণ প্রতিষ্ঠা করা; ফলাফলের দ্রুত প্রয়োগ ঘটিয়ে কাজের জীবন্ত শরীরে তত্ত্বের সত্যকে পরীক্ষা করা। এভাবে, ইউরোপীয় অর্থনীতির যেমন আমাদের প্রয়োজন আছে, অনুরূপভাবে মননেরও প্রয়োজন আছে আমাদের।

আমার বর্ণিত সুন্দর সমতার জন্য আমেরিকার মনন বিশেষ উপযোগী।